17

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUL. 18 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

সংসদে ভাষা ও বিতর্ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিডনির পথে পথে

বিরূপাক্ষ পাল

শীতপ্রধান দেশে বাস করে সবদিকেই উত্তাপ কমে আসছে। উৎকণ্ঠা কম হওয়ায় সাংসারিক জীবনে অনুরাগের উষ্ণতাও কমে গেছে। দেশে থাকতে যতবারই ঘরে ফিরেছি ততবারই স্ত্রীর মুখে লক্ষ্য করেছি শোকরিয়ার হাসি। অনেক গিন্নি তো সাগরিকার মতো অক্ষত স্বামীদের জড়িয়ে ধরে প্রতিদিন প্রশ্ন করে "রাস্তায় কোথাও অসুবিধা হয়নি তো!" এখানে স্বামীরা জানে গিন্নি ন'টা বত্রিশ মিনিটে ঘরে ফিরবে। কিংবা গিন্নিরাও জানে স্বামী পাঁচটা পঁচিশে চাবি দিয়ে দরজা খুলেই ঘরে ঢুকবে। কয়েক মিনিট এদিক সেদিক হতেও পারে। ট্রেনের পাঁচ মিনিট বিলম্ব হলে রেল কর্তৃপক্ষের বার বার ঘোষণা ও দুঃখ প্রকাশ। অক্ষত স্বামী ঘরে ফিরলেও নেই অনুরাগের ছোঁয়া। অনেক সময় তারা ফিরেও না চায়। এহেন নিরুত্তাপ জীবনে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদই আমাদের একমাত্র ভরসা। স্বদেশের ঠাণ্ডা খবরও আমরা বন্ধুমহলে এমন ঢঙে পরিবেশন করি যেন তা পুষ্টাই হালুয়ার মতো উত্তেজক হয়ে ওঠে।

এ্যাশফিল্ড থেকে অজয় দাশগুপ্ত এমনি এক উত্তেজক ভঙ্গি নিয়ে জানালেন, "সংসদে তো সবার মুখ খারাপ হয়ে গেছে।" শুনে বুকটা আঁতকে উঠল। এই দুর্যোগপূর্ণ দেশে বন্যার পর আরেক মহামারি! ভাবলাম এককালে গুটি বসন্ত যেমন চেহারা নষ্ট করে দিত, ঠিত তেমন একটা রোগে দেশের সংসদ সদস্যগণ আক্রান্ত হয়েছেন– যা তাঁদের মুখের সুরত নষ্ট করে দিচ্ছে। ওরাই আমাদের দেশের মুখ, ওদের মুখ খারাপ হয়ে যাবে এ যে ভাবতেই পারি না। এবার অজয় দাশগুপ্ত আমার ভুল ভাঙিয়ে আবেদ খানের একটা কলাম শোনালেন– যার ভাষ্যে 'সাংসদগণের কথাবার্তা এমন পর্যায়ে নেমেছে যে পরিবারের সবাইকে নিয়ে তা শোনা যায় না'। এই ইঙ্গিত থেকে ঠাহর করলাম সংসদ সদস্যদের "রোগটা" গুটি বসন্তের মতো মহামারি না হলেও অনেকটা ঐ পর্যায়ের– যার নাম 'অকাল বসন্ত'। নিজের ভিতরেও একটা অকাল সুড়সুড়ি অনুভব করে পোস্ট অফিসে ধরনা দিলাম 'জনকণ্ঠের বান্ডিল আসেনি?' আট দশ দিন পর পর একটা করে বান্ডেল পাই। এবারের প্রতীক্ষা একটু অন্য রকম। নিরস বাজেট বিতর্কের পাশাপাশি থাকবে সরস উদ্দীপনা। কিন্তু পড়ে দেখলাম, কোথায় গেছে বাজেট আর কোথায় গেছে বিতর্ক। শব্দীয় চুলাচুলি আর ভীমরতির ছড়াছড়ি। ভাগ্যিস আমার কন্যা 'ঝিলিমিলি' ছাড়া আর কোন পাতা পড়ে না।

গত মে মাসে অস্ট্রেলিয়ার বাজেট হবার পর সংসদে বিতর্ক হয়েছে। বাজেটের পরদিন থেকেই বিরোধী দল ঝাঁপিয়ে পড়েনি। সময় নিয়েছে। বাজেটের পরদিন সকল পত্রপত্রিকায় এসেছে বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ। যে বোঝে না রিপোর্টাররা তার কাছে মাইক্রোফোন নিয়ে ছুটে যায়নি। বিরোধী দলের কোন হালকার ওপর ঝাপসা মন্তব্য প্রথম পাতায় ছাপা হয়নি। সর্বাধিক প্রচারিত 'সিডনি মর্নিং হেরাল্ড'-এ ভিতরের এক পাতায় ছাপা হয়েছে বিরোধীদলীয় নেতা লেবার পার্টির কিম বিজলি নিবিষ্টচিত্তে বাজেট বক্তৃতা শুনছেন। শুনতে হবে, বুঝতে হবে এবং বিশ্লেষণ করে যথার্থ মন্তব্য দিতে হবে। ভুয়ামো করার জায়গা নেই। কিম বিজলি একবার বললেন, "নির্বাচিত হলে পাঁচ ভাগ প্রবৃদ্ধি এনে দেব।" চলমান সাড়ে তিন ভাগ প্রবৃদ্ধির জায়গায় পাঁচভাগের আশ্বাস দেয়া আশ্চর্যজনক কিছু নয়, স্বদেশে তো তিনজন তিন ভাগ প্রবৃদ্ধিকে ছয় ভাগ বানানোর কীর্তি আমলাযন্ত্র ও মন্ত্রীবর্গের কাছে মামুলি ব্যাপার। কিন্তু এখানে কিম বিজলিকে পর দিন দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছে পাঁচ ভাগ প্রবৃদ্ধি হিসাবের জন্য। এ প্রবৃদ্ধির পিছনে তিনি নিয়োগের যে হার ধরেছিলেন তা অর্থনীতির জন্য সহনীয় ছিল না। সে জন্য সংসদে কেউবা তাকে 'যাদুকর' বলেছে। কেউবা অঙ্কশাস্ত্রে মন দিতে বলেছে। এশিয়ার ধস বিবেচনায় আনেননি বলে কেউবা সরকারী টাকায় বিজলিকে একটা মানচিত্র কিনে দিতে বলেছে। এ রকম বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার আশ্রয়ে প্রাণবন্ত বিতর্ক ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডাসহ প্রায় সব দেশের সংসদেই হচ্ছে। তাই বলে ব্যক্তিগত চুলাচুলি বা অশোভন বাক্যের বাহুল্য সেখানে প্রধান্য পায়নি।

অস্ট্রেলিয়া সংসদে পলিন হ্যানসন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে থাকেন বিশেষত এশীয়দের বিরুদ্ধে। নিতান্ত মেট্রিক পাস হওয়ায় তাঁর সামনে রাজনীতি বিদ্যার ওই পথটিই খোলা। এখানে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে জনপ্রিয় হওয়া যায় না। অধিকাংশ সংসদ সদস্যের চোখে তাই পলিন অপ্রিয়। তা সত্ত্বেও সংসদে তাঁকে 'স্বামীর সাথে বনিবনা হয় না' কিংবা 'এর আগে তিনি ক'জনকে ছ্যাকা দিলেন'– এগুলো বলে নিছক ব্যক্তিগত আক্রমণে খাটো করা হয়নি। না বুঝে অর্থনীতির ওপর মন্তব্য করলে যা হয়, পলিন একবার বললেন, "বাইরে থেকে কেন আমরা ঋণ নেব? নিজেরাই তো মুদ্রা ছাপতে পারি।" আর যায় কোথায়। কেউ বলল, "অর্থনীতির পরবর্তী নোবেল পুরস্কার পাবেন পলিন।" কেউ বললেন, "সেই ইচ্ছামতো ছাপানো মুদ্রার নাম হবে 'পাগলমুদ্রা' যেখানে রানীর বদলে থাকবে পলিনের ছবি"। পলিনের পক্ষ পরে সেটাকে 'ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং' বা ঘাটতি অর্থায়ন বলে চালাতে চাইলেও তা ধোপে টেকেনি।

বিরোধী নেতা কিম বিজলি ও প্রধানমন্ত্রী জন হাডওয়ার্ড শান্ত ও সাবলীলভাবে নির্বাচনী বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই বিতর্ক শুনে একটা ব্যাপক জনগোষ্ঠী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোন্ দিকে তারা ভোট দেবে। স্বদেশে নির্বাচনী বিতর্ক তো দূরের কথা, বিতর্কের পীঠস্থান সেই সংসদই কুতর্কের গোদাম। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে বিতর্ক এখন বেশ জনপ্রিয় চর্চার বিষয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির এক সংকলন দেখে বুঝতে পেলাম সেই বিতর্ক চর্চার সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারা হচ্ছে সংসদীয় মডেল। এই মডেল হিসাবে তাঁরা যদি শেরেবাংলা নগরের মডেল অনুসরণ করেন তাহলে তো অবস্থা শেষ। শিক্ষাঙ্গনের বিতর্কে আর কান পাতা যাবে না। সংসদীয় বক্তৃতামানের অবক্ষয় বাংলা ছায়াছবির অধঃপতনের সাথে তুলনীয়। কোথায় 'অশ্রু দিয়ে লেখা' আর শেষ পর্যন্ত 'নরম গরম' কিংবা 'কাজের বেটি রহিমা'। এইট পাস থেকে শুরু করে ডক্টরেট পর্যন্ত সবাই ভাষাগত অবক্ষয়ে জড়িয়ে পড়েছেন। বিতর্কের ন্যূনতম নিয়মাবলী মানা হচ্ছে না। এ থেকে উত্তরণের উপায় হিসাবে যে ক'টি পথ আমাদের সামনে উপস্থিত তার প্রথমটি হচ্ছে– মাননীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য ভাষা ও বিতর্ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা চালু করা। সংসদ সদস্যগণকে বহুবার বিদেশে মডেল ডিবেট দেখানোর জন্য পাঠানো হয়েছে। সেটা যে কাজে আসেনি তা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কর্মশালার প্রস্তাবে তারা অসম্মত হলে দেশবাসীকে সংসদ সদস্যগণের চলমান বচন সুধাই হজম করে যেতে হবে। এটাই সমাধান।

মুনতাসীর মামুন, আবেদ খান প্রমুখ লেখক এ ফর্মুলায় সন্তুষ্ট নন। তারা জানাচ্ছেন, পরিবারের সবাইকে নিয়ে সংসদীয় কথাবার্তা শোনার মতো নয়। এ ক্ষেত্রেও আরেকটা উপায় আছে। সংসদীয় তর্ক শুরু হবার আগে। টিভি ও বেতারে বলে দেয়া হবে, শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। বাচ্চাকাচ্চারা তখন ঘুমোতে যাবে পত্রিকাঅলাদের একটু বাড়তি খরচ হবে। নগর সংস্করণের মতো তারা বের করবে 'সংসদীয় কথাবার্তার প্রাপ্তবয়স্ক সংস্কারণ।' কোন নাবালক বা নাবালিকা যেন তা কিনতে না পারে সেজন্য প্রতিটি পেপারস্ট্যান্ডে যথাসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হবে। ভিডিওর দোকানগুলো সংসদ অধিবেশনের ক্যাসেট টেবিলের তল দিয়ে কাউকে দিচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখা হবে। প্রয়োজনে গোয়েন্দা বিভাগ এ দায়িত্ব নেবে। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ যদি নিজে থেকে লাগাম টেনে না ধরেন তাহলে তো এ পথ ছাড়া আর উপায় নেই। যে জাতি ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে সে জাতির পবিত্র সংসদ যদি আদি রসাত্মক ভাষার সাহিত্যে নিবেদিত হয় তাহলে রাষ্ট্রের ভবিষ্যত কোথায় গিয়ে ঠেকবে। সংসদের কার্যকারিতা ও ভাবমূর্তির পূর্বশর্ত সংসদ সদস্যগণের বোধোদয়। অন্তত একজনকে ধন্যবাদ দিতে হয় যিনি বলেছেন, সংসদে যে ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে তাতে আজকাল নিজেকে একজন এমপি পরিচয় দিতে লজ্জা হয়। এ রকম বোধোদয়...তারপর একটি কর্মশালা! [১৬-৭-৯৯]